রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসে চিকিৎসকদের সেবা না দেওয়ার নির্দেশ বিএমএ’র

মেহেরপুর হাসপাতালের চিকিৎসক আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়াহেদ রানাকে লাঞ্চিত করার ঘটনায় রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসে চিকিৎসকেদর সেবা না দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে আজ সোমবার বিকালে জেলা বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডা. আবু তাহের সিদ্দিকী এক ব্রিফিংয়ে এ নির্দেশনা দেন। একই সঙ্গে তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও অভিযুক্তের বিচার দাবি করেন।

আরও পড়ুন: মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেসের দুই মালিকের ১০ দিন জেল, সনোল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেসের দুই মালিকের ১০ দিন জেল, সনোল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে জেল এবং সনো ল্যাব মালিক জে পি আগওয়ালার ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কমিশনার মো: আবু সাঈদ এ আদালত পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন : মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

তিনি জানান, ১৯৮২ সালের মেডিকেল প্রাক্টিস ও বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এর ১৩ এর ২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এবং একই আইনের ৫২ ধারায় সনো ল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন করে তাদের দুজনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় নিম্ন মানের ইট দিয়ে রাস্তা সংস্করণের অভিযোগ

দামুড়হুদায় নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা সংস্করণ করার অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে সঠিক ইমারত সামগ্রী দিয়ে রাস্ত নির্মানের জন্য উপ সহকারী প্রকৌশলী দামুড়হুদার মাধ্যমে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার।

জানাগেছে, গতকাল মোবাইলে ফোনে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ আসে মডেল থানা রোডে নিম্নমানের ইট দিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাস্তা নির্মাণ করছে। গতকাল বিকেলে নির্বাহী অফিসার নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন অভিযোগ সঠিক, নিম্নমানের

ইমারত সামগ্রী দিয়ে জনসম্মুখে রাস্তা নির্মাণ চলছে, তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে সঠিক ইমারত সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের জন্য নির্দেশ দেন এবং বলেন, বর্তমান সরকারের চলমান উন্নয়ন মূলক কোন কাজে অনিয়ম হলেই স্থানীয় প্রশাসনকে জানান, আপনাদের পরিচয় গোপন রেখেই ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন অনিয়ম চলবে না। এসময় উপস্থিত জনগণ দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তারকে তার সততা সাহসিকতার জন্য সাধুবাদ জানান।

গাংনীর সাহারবাটিতে বালি বোঝায় পাওয়ার ট্রিলারে পা ভাঙলো যুবকের

বালি বোঝায় পাওয়ার টিলার সরাতে গিয়ে নিচে পড়ে পা ভাঙলেন সাকিব হোসেন (২২)। সাকিব হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কড়ুইতলা পাড়া এলাকার সাহারুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার (১৫ জানুয়ারী) বেলা দেড়টার দিকে কড়ুইতলাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত সাকিব হোসেন এখন কুষ্টিয়া ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীর রয়েছেন।

আহত সাকিব জানান, বাড়ির পাশে বালি বোঝায় একটি পাওয়ার ট্রিলার ছিল। পাওয়ার ট্রিলারটি সরাতে গিয়ে আমার কাম পা টি ট্রলারের চাকার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে যায়।

স্থানীয়রা আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্রে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে চিকিৎসক।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত দেবাসিস কাপুড়িয়া জানান, তার একটি পা ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

বুদ্ধির জোরে অপহরণকারীদের থেকে বাঁচলো শিশু পারভেজ

বুদ্ধির জোরে মোটরসাইকেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে অপহরণকারীদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচলো পারভেজ (১২) নামের এক শিশু।

পারভেজ গাংনী উপজেলার আযান গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার ফারুক হোসেনের ছেলে ও গাংনী বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী কাজল বস্ত্রালয়ের কর্মচারী।

আজ শনিবার (১৫ জানুয়ারী) রাত সাড়ে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পারভেজ হোসেন জানায়, এশার আযানের আগে আকাশ নামের দোকানের অপর কর্মচারীর স্যান্ডেল খোঁজার জন্য দোকানের বাইরে আসি। গাংনী শহরের আমিরুল মার্কেটের সামনে হঠাৎ একজন বৃদ্ধ লোক বাবু শোনো তো বলে আমাকে ডাক দেই।আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে যেতেই আমাকে মুখ চেপে ধরে মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দিয়ে চোখ চেপে ধরে মোটরসাইকেলে তুলে ফেলে।ওখানে তারা চারজন ছিল।মোটরসাইকেলে তুলে নিয়েই তারা হাসপাতাল বাজারের দিকে রওনা দেই। হাসপাতাল বাজারে এসে পেছন থেকে একজন নেমে যায়।আমাকে পেছনে বসে থাকা লোকটি মুখ চেপে ধরে রাখে। বাঁশবাড়িয়ার মধ্যে এসে কলোণী রাস্তায় মোড় নিয়ে সাহারবাটির দিকে রওনা দেই। হঠাৎ কিছু লোককে মাঠের মধ্যে দেখে আমি জোরে চিৎকার দিয়ে উঠি চিৎকার দেওয়া সাথে সাথে মোটারসাইকেল স্লো হয়ে গেলে আমি ঝাঁপ মারি।

স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম জানান, আমাদের এখানে কিছু ছেলে মাঠের ওদিক থেকে হেঁটে আসছিলেন।হঠাৎ ছেলেটি চিৎকার করে বাঁচানোর জন্য বলে। পরে ওই যুবকরা তাড়া করে মোটরাসইকেল আরোহী দুজনের সাথে ধস্তা ধস্তি হয়।পরে তাদের আটকানোর চেষ্টা করে।তখন তারা এদের হত্যার হুমকী দিলে যুবকরা পিছু হটে। এসময় তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা পারভেজকে উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেন।পরে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে পৌছে শিশুটিকে উদ্ধার

করেন।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক শাহিন জানান, শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে আবারো করোনার আক্রমন :: নতুন আক্রান্ত ৩

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এন্টিজেন টেস্ট রেজাল্টে নতুন ৩ জনের করোনা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। এনিয়ে মেহেরপুরে বর্তমানে ১১ জন পজিটিভ রোগী রয়েছেন।

আজ শনিবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের দেওয়া তথ্যে করোনা আক্রান্তের খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। আক্রান্তরা সকলেই মেহেরপুর শহরের। এদের মধ্যে দুজনের বাড়ি শহরের সার্কিট হাউস পাড়ায় এবং একজন পুলিশ লাইনের। শনিবার তারা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এন্টিজেন টেস্ট করান।

আজ নতুন ১৩ জনের টেস্ট করা হয়েছিলো। তার মধ্যে এন্টিজেন ৯ জনের মধ্যে ৩ জন পজিটিভ এবং জিন এক্সপার্ট এ চারজনই নেগেটিভ।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন: শহরের সার্কিট হাউস পাড়ার কাঞ্চন আরা (৬৫) এবং একই পরিবারের ফাহিম ইসলাম (২২), অপরজন হলেন মেহেরপুর পুলিশ লাইনের বিশ্বজিৎ সরকার (৪৫)।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মোঃ আব্দুল খালেককে আহবায়ক ও মোঃ সেলিম হোসেনকে সদস্যসচিব করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক মোঃ নুর ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ জুয়েল রানার অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে যুগ্ন আহবায়ক করা হয়েছে খোকন মন্ডল, ইকবাল, মকেদুল, সিরাজুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামকে।

সদস্যরা হলেন, উজ্জ্বল, রাকিব উদ্দিন শেখ, লিটন, আছিরুল শেখ, শাহেদুল ইসলাম, আনসারুল, মেগা, আছিরুল, হিজাম উদ্দিন শেখ, মোঃ জোহা, মিঠু, এরশাদ আলী, মানাতুল, কালাম শেখ, খিলা, মোঃ মারুফ শেখ, খালেদ হোসেন, মাদার আলী, ইউনুচ আলী, আবু তাহের, মসির,মুরাদ, রাজু শেখ, মোছাঃ বেবী নাজমিন,রাজন, শাহাদত,আশিক, মোবারক, আলমগীর মিয়া, তুহিন খান, জুয়েল মিয়া, শরিফ শেখ, রতন শেখ, সোহেল খান, সজীব বিশ্বাস, আঙ্গুর গাজী, আজহার, মজনু, গগন বিশ্বাস, জুয়েল, মোঃ ভনা, মোঃ উজ্জল, মোঃ জিনার, মোঃ মোঃ শিপন, মোঃ মনিরুল ও মোঃ রুস্তম মন্ডল।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তিন যুবক আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকায় আরও তিনজনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

গত শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার আমঝুপি থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত তেতুল দাস এর ছেলে আকাশ সু স্টোরের প্রোপাইটার শ্রী আকাশ দাস (২৩) ও তার ভাই শ্রী দুর্জয় কুমার দাস (১৯) ও কুষ্টিয়া মিরপুর থানার শ্রী মনোরঞ্জন কুমার এর ছেলে শ্রী সুমন কুমার (২৪)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি জুলফিকার আলী জানান, দির্ঘদিন ধরে এই চক্রটি বেষ্ট অফ উইন ২৪ নামের একটি ওয়েবসাইট খুলে জুয়ার ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। আমরা অনুসন্ধান করে ঘটনার সত্যতা পেয়ে গত শুক্রবার রাতে সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারের আকাশ সু স্টোরে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এরা অবৈধভাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত আইনানুগ কতৃত্ব বহির্ভূত ইনট্রানজেকশন করে আসছিল। এসময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দামি ব্রান্ডের মোবাইল, ২ টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সেরা পুলিশ হলেন জুলফিকার

মেহেরপুরে ব্যাংক এজেন্ট খাদেমুল ইসলাম ও ছাগল ব্যবসায়ী তোফাজ্জেল বিশ্বাস হত্যা মামলার রহস্য উদঘাটনসহ আসামী আটক করায় সেরা পুলিশ পরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছেন জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনে মাসিক কল্যাণ সভায় সেরা পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে জুলফিকার আলীর নাম ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্বিক) জামিরুল

ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সরোয়ার, সদর থানার ওসি শাহ দারা খান, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী হাসান, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রাম থেকে তোফাজ্জেল বিশ্বাস নামের এক ছাগল ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় ওই দিন রাতে নিহত তোফাজ্জেল বিশ্বাস এর দুঃসম্পর্কের জামাতা লিটন আলীকে আটক করে ডিবি পুলিশ। পরে লিটন আলী একমাত্র আসামী হিসেবে হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেয়।

অপর দিকে, গত বছর ২৬ আগষ্ট মোটরসাইকেল যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে গাংনীতে আসার পথে, গাড়াডোব-আমঝুপি সড়কে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট খাদেমুল ইসলামকে গুলি করে ব্যাগ ভর্তি টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা। খাদেমুল এর আত্মচিৎকারে এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন, হাসপাতালে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত এজাহারভুক্ত আসামী আক্তারুজ্জামান সেতু(২১)কে চট্টগ্রাম থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ।

মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সদ্য যোগদান করা মেডিকেল অফিসার ডা. আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়াহেদ (রানা) কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্চিত হলেন এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকের কাছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের ইমার্জেন্সী

চিকিৎসকের রুমে অনধিকার প্রবেশ করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিস এর মালিক আব্দুল লতিফ তাকে অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজসহ হুমকি প্রদান করেন। এর পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও চিত্র মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসে পৌছেছে।

ভিডিও টি নিয়ে কথা হয় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. মোখলেসুর রহমানের সাথে, তিনি বলেন, চিকিৎসক যদি অপরাধ করে থাকেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্র্তৃপক্ষকে না জানিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক তার সাথে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং হুমকি প্রদান করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। এর পর থেকে ওই চিকিৎসক হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি আমাদের সাথে যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন।

লাঞ্চিত চিকিৎসক আবু হাসান মোহাম্দ ওয়াহেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকায় কারো সাথে যোগাযোগ করছেন না এমনটি খবর পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের কোন মালিক হাসপাতালে এসে কোন চিকিৎসককে অশালিন ভাষায় কথা বলতে পারেন না অথবা হুমকি প্রদান করতে পারেন না। এ বিষয়ে রাবেয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার মালিক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এ ব্যাপারে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফের মোবাইলে শনিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফোন করা হয়। ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।